দৈনিক খবর
তারিখ ... 3০ ... 1990
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সিনেট ঃ অবশেষে সংশোধনীটি পাস

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

যে স্ট্যাটিউটের সংশোধনী অনুসমর্থনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন তিন বছর বন্ধ ছিল, গতকালের অধিবেশনে সেই সংশোধনটি সর্বসম্মতভাবে পাস হয়েছে। এখন থেকে ডাকযোগে ভোটের পরিবর্তে সরাসরি ভোটে সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে জুনে অনুষ্ঠেয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত স্ট্যাটিউটের সিন্ডিকেট প্রস্তাবিত সংশোধনীটি অনুসমর্থনের জন্য উত্থাপনের কথা ছিল। কিন্তু এ অধিবেশন শুরুর পরে রেজিস্টার্ড

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রাজুয়েটদের পক্ষ থেকে আদালতে আবেদনের প্রেক্ষিতে সিনেটের কার্যক্রমের ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। সেই থেকে আড়াই বছরের অধিককাল সিনেটের কার্যক্রমের ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকার পরে সম্প্রতি এ নিষেধাজ্ঞা বাতিল হয়েছে এবং রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধি ছাড়াই বর্তমানে সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন চলছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন সংক্রান্ত সিন্ডিকেট কর্তৃক প্রস্তাবিত স্ট্যাটিউটের সংশোধনীটি অনুসমর্থনের জন্য পেশ করা হয়। কোনরকম দ্বিমত ছাড়াই কয়েক মিনিটের ব্যবধানে সংশোধনীটি অনুসমর্থিত হয়। উল্লেখ্য, সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের ২৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচনে পূর্বের নিয়মে ডাকযোগে ভোটাররা ভোট দিতেন এবং এ পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ ছিল। জাল ভোট প্রদান বন্ধসহ বিভিন্ন ত্রুটি দূর করার লক্ষ্যে গতকালের অধিবেশনে সরাসরি নির্বাচনের পদ্ধতি প্রবর্তন করে সংশোধনী পাস হয়েছে।

সদস্য মনোনয়ন

অধিবেশনের শুরুতে সিনেট কর্তৃক চারজন প্রতিনিধি নির্বাচন ও মনোনয়ন সম্পন্ন হয়। সিন্ডিকেটে তিনজন, ফাইন্যান্স কমিটিতে একজন ও জগন্নাথ হল ট্রাস্ট ফান্ডের একজন সদস্য নির্বাচন ও মনোনয়ন করা হয়। জগন্নাথ হল ট্রাস্ট ফান্ডের সদস্য পদে কোন নির্বাচন ছাড়াই সিনেট সদস্য অধ্যাপক রঙ্গলাল সেনকে প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়। এছাড়া সিন্ডিকেটে ও ফাইন্যান্স কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফলাফলে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট হিসেবে অধ্যক্ষ মাহমুদ জাহাঙ্গীর হাসান ও শিক্ষাবিদ হিসেবে অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ সিন্ডিকেট সদস্য, সিনেট সদস্য বহির্ভূত একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে সাংবাদিক গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (বাসস ও ভোয়া'র গিয়াস কামাল চৌধুরী) সিন্ডিকেট সদস্য এবং অধ্যাপক এ টি এম জহুরুল হক ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছেন। গিয়াস কামাল চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিচারপতি কে এম সোবহান। গিয়াস কামাল চৌধুরী পেয়েছেন ৩৪ ভোট এবং কেএম সোবহান পেয়েছেন ২৬ ভোট।

অধিবেশন আজ বিকেল ৩-৩০ মিনিট পর্যন্ত মুলতবী করা হয়।